IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ৩৯ তারিখঃ ১০ আগষ্ট ২০১৭ বৃহস্পতিবার

কৃষ্ণমূর্তি'র মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার খসড়া পেশ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লুএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কার্যালয় হতে আগত কীটতত্ত্ব পরামর্শক জনাব কে. কৃষ্ণমূর্তি আজ আইইডিসিআর মিলনায়তনে সমন্বিত এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক অধ্যাপক সানিয়া তহমিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন আইইডিসিআর-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্বের অধ্যাপক কবিরুল বাশার, আইইডিসিআর-এর কীটতত্ত্ববিদ নুজহাত নাসরীন বানু এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী ও উপদেষ্টাবৃন্দ, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আইইসিডিডিআর'বি-র প্রতিনিধিগণ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন আইইডিসিআর-এর ঊর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ এস এম আলমগীর। জনাব কৃষ্ণমূর্তি এদেশের কীটতত্ত্ববিদ, রোগতত্ত্ববিদ ও অন্যান্যদের সাথে কাজ করেছেন এবং মাঠ পর্যায়ে ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর, নরসিংদী পৌর এলাকা ও শিবপুর গ্রামাঞ্চলে কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছেন ও এডিস মশা সন্ধান করেছেন।

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে যে সব পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তিনি মনে করেনঃ (১) পূর্ণতা প্রাপ্ত এডিস মশা ধ্বংস করা; (২) লোকালয়ে মশার উৎস ধ্বংস করা; (৩) কঠিন বর্জ্য পরিষ্কার করা; (৪) ব্যক্তিগত ও বাসাবাড়ী পর্যায়ে মশা থেকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা; (৫) কোথায় মশা নিধন তৎপরতা চালাতে হবে তা চিহ্নিত করা - তৎপরতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন; (৬) সহায়ক ব্যবস্থাদিঃ ক. মশা ধ্বংস করার কীটনাশকের কার্যকারিতা যাচাই; খ. অবকাঠামো নির্মাণস্থলের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনগত ব্যবস্থা; গ. ব্যাপক প্রচারাভিযান। খসড়া প্রস্তাবনায় জনাব কৃষ্ণমূর্তি আরো যে সব বিষয়ে তুলে ধরেন, তা পর্যায়ক্রমে এ বুলেটিনে প্রকাশ করা হবে।

চিকুনগুনিয়া সর্বশেষ পরিস্থিতি

- আইইডিসিআর হটলাইনে ঢাকা সহ সারা দেশ থেকে গত ৬ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বমোট ফোনকল এসেছে ৩৩৯১টি। এর মধ্যে সম্ভাব্য নতুন রোগী ১১৮৪ জন ও পুরোনো রোগী ১৬০৯ জন। অবশিষ্ট ৬৯৮ জন ফোনকলকারীগণ চিকুনগুনিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছেন।
- চিকুনগুনিয়া নজরদারি (surveillance) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্ভাব্য রোগীদের আইইডিসিআর-এ আর-টি পিসিআর পরীক্ষা করা হচ্ছে। গত ৯ এপ্রিল হতে ৯ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত আইইডিসিআর-এ প্রাপ্ত রক্তের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলঃ

মাসের নাম	পিসিআর পরীক্ষায় নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা
এপ্রিল	১০
মে	২৮৫
জুন	২২৬
জুলাই	৩৫৭
আগষ্ট	৬১
সর্বমোট	**৯৩৯**

- গত ১২ মে হতে অদ্যাবধি ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া সম্ভাব্য চিকুনগুনিয়া ও চিকুনগুনিয়া পরবর্তী আর্থ্রালজিয়া রোগীর সংখ্যা ১০,২৬৪ জন।
- দেশের বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য রোগীর তথ্য নিম্নরূপ। আইইডিসিআর যাচাই-বাছাই করে তা চূড়ান্ত করেছে।

জেলা	সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা (১০.০৮.২০১৭ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত)	সম্ভাব্য রোগীর *যাচাইকৃত* সংখ্যা (১০.০৮.২০১৭ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত)
দিনাজপুর	১	০
বগুড়া	৯	৫
জয়পুরহাট	১	০
বরিশাল	৪	০
গোপালগঞ্জ	১১	১
ঢাকা জেলা*	৫৩	৭
নরসিংদী	১৮	১৩
মুন্সীগঞ্জ	২৮	১১
নারায়ণগঞ্জ	৯	০
গাজীপুর	৮	৩
নেত্রকোনা	৩	১
হবিগঞ্জ	৩	০
লক্ষ্মীপুর	৩	০
চট্টগ্রাম	২৬	৭
রাজশাহী	১	১
নওগাঁ	৩	০
কিশোরগঞ্জ	১	০
সর্বমোট	১৮২	**৪৯****

* ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত।

**এদের কারো কারো ঢাকা মহানগর ভ্রমণের ইতিহাস আছে ও এদের অধিকাংশ পোস্টচিকুনগুনিয়া আর্থ্রাইটিস এ আক্রান্ত।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্য বাতায়নে চিকুনগুনিয়া বিষয়ে ২৪ ঘন্টা তথ্য পাবেন।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন